চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
জনসংযোগ শাখা
প্রেস বিজ্ঞপ্তি

৪ জুলাই ২০১৭ খ্রি.

জাতীয় নগরদারিদ্র হ্রাসকরণ কর্মসূচি বাস্তাবয়ন উপলক্ষে
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় দরিদ্র বসতি চিহ্নিতকরণ
কর্মসূচির ফলাফল উপস্থাপন ও পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত

জাতীয় নগরদারিদ্র হ্রাসকরণ কর্মসূচি বাস্তাবয়ন উপলক্ষে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় দরিদ্র বসতি চিহ্নিতকরণ কর্মসূচির জরিপ ফলাফল উপস্থাপন ও পরামর্শ সভা ৪ জুলাই ২০১৭ খ্রি. মঙ্গলবার, সকালে নগরভবনের কে বি আবদুচ ছত্তার মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। এতে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন প্রধান অতিথি ছিলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. সামসুদ্দোহা। এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সচিব মো. আবুল হোসেন। সভায় নগরদরিদ্র বসতি মিটিং বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য উপাত্ত তুলে ধরেন জিআইএস এবং ডাটাবেইজ অফিসার আবুল বশর। দরিদ্র বসতি ম্যাপিং কার্যক্রম প্রক্রিয়া এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ভূমিকা উপস্থাপন করেন টিম লিডার ছালেহা আক্তার। স্বাগত বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদ স্থপতি এ কে এম রেজাউল করিম। এনইউপিআরপিএ' র টাউন ম্যানেজার ড. সোহেল ইকবাল জাতীয় নগরদারিদ্র হ্রাসকরণ কর্মসূচি বিষয়ে বিশদ ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন। পবিত্র কোরআন থেকে তেলোয়াত করেন মাওলানা হারুন উর রশিদ। ফলাফল উপস্থাপন ও পরামর্শ সভায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন । সভায় উপস্থাপিত দরিদ্র বসতি চিহ্নিতকরণ কর্মসূচির ফলাফল যাচাই-বাছায়ের জন্য কাউন্সিরদের ১ সপ্তাহ সময় দেয়া হয়। এ সময়ের মধ্যে সুপারিশকৃত প্রস্তাবনাসমূহ

পরবর্তী সভায় যাচাই-বাছাই পূর্বক পেশকৃত জরিপ ফলাফল চূড়ান্ত করে জাতীয় নগরদরিদ্র হ্রাসকরণ কর্মসূচির বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

৪ জুলাই ২০১৭ খ্রি.

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্ন বিভাগের কর্মকর্তা, তত্বাবধায়ক, পরিদর্শক, সুপারভাইজার ও দলপতিদের সমন্বয় সভায় সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ মাননীয় মেয়রের

৪ জুলাই ২০১৭ খ্রি. মঙ্গলবার, বিকেলে নগরভবনে কে বি আবদুচ ছত্তার মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্ন বিভাগের কর্মকর্তা, তত্বাবধায়ক, পরিদর্শক, সুপারভাইজার ও দলপতিদের সমন্বয় সভায় সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দিলেন সিটি মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন। তিনি বলেন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সুনাম ও সুখ্যাতি পরিচ্ছন্ন বিভাগের কর্মকান্ডের উপর নির্ভর করে। নালা-নর্দমা সচল রাখা, নিয়মিত আবর্জনা অপসারন, সড়ক সমূহ পরিচ্ছন্ন রাখা সর্বোপরি পরিবেশবান্ধব স্বাস্থ্য সম্মত নগরী পরিচ্ছন্ন বিভাগের কার্যক্রমের উপর নির্ভর করে। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন পরিচ্ছন্ন বিভাগের কাজের সুবিধার্থে জনবল, যন্ত্রপাতি সহ যাবতীয় সহায়ক উপকরন নিশ্চিত করার পরও কাংখিত সুফল নগরবাসী উপভোগ করতে না পারার কোন কারণ নেই। সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন নগরী রাখা সকল দায়ভার পরিচ্ছন্ন বিভাগের। এ ক্ষেত্রে কাউকে ছাড় দেয়ার কোন সুযোগ নেই। আবর্জনা অপসারন সহ পরিচ্ছন্ন বিভাগের যাবতীয় কর্মকান্ডের দায়িত্ব যাদের উপর তাদের কর্মকান্ডে কোন ধরনের অবহেলা, গাফিলতি ও অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে শাস্তির আওতায় এনে চাকুরীচ্যুত সহ কঠোর শাস্তির প্রত্যয় ব্যক্ত করেন মেয়র। এ ক্ষেত্রে কোন অজুহাত, আপত্তি ও সুপারিশ কার্যকরি হবে না । মেয়র বলেন, জনগনের কাছে দেয়া সকল ওয়াদা তিনি বাস্তবায়ন করবেন। মেয়র আশা করেন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বেতনভুক্ত কর্মচারী হিসেবে শ্রেণী নির্বিশেষে সকলকে সততা ও নিষ্ঠার সাথে নিজ নিজ দায়িত্ব সুষ্ঠ ও সুচারুরূপে সম্পাদন করতে হবে। তিনি বলেন, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা হবে। বিনিময়ে সকলকে স্ব স্ব দায়িত্ব পালনে আন্তরিক হতে হবে। সমন্বয় সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রধান পরিচ্ছন্ন

কর্মকর্তা শেখ শফিকুল মন্নান সিদ্দিকী। সভায় প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. সামসুদ্দোহা, প্রধান প্রকৌশলী লে. কর্ণেল মহিউদ্দিন আহমেদ ও পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা মোরশেদ আকতার চৌধুরী সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

৪ জুলাই ২০১৭ খ্রি.

চট্টগ্রাম জেলা আইনজীবী সমিতি আদালত ভবন এলাকায় পাবলিক টয়লেট নির্মাণের জন্য মাননীয় মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীনকে স্মারকলিপি দিলেন

৪ জুলাই ২০১৭ খ্রি. মঙ্গলবার, বিকেলে নগরভবনে মেয়র দপ্তরে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীনের নিকট চট্টগ্রাম জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি রতন কুমার রায় ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আবু হানিফ এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে চট্টগ্রাম আদালত ভবন এলাকায় পাবলিক টয়লেট নির্মাণের জন্য একখানা স্মারকলিপি প্রদান করেন। স্মারকলিপিতে তারা আদালত ভবন এলাকায় বৃহৎ পরিসরে দৃষ্টিনন্দন ও স্বাস্থ্যসম্মত একটি পাবলিক টয়লেট নির্মাণ সহ আদালত অঙ্গনে ক্ষতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা মেয়রকে অবহিত করেন। তারা আদালত ভবনের আইনজীবী সমিতির শাপলা ভবনের পশ্চিম পাশে প্রায় ২৫ ফুট দীর্ঘ জায়গাটিতে পাবলিক টয়লেট, সেফটি ট্যাংক, ওভার হেডওয়াটার ট্যাংক ও তার পেছনে একটি ডাস্টবিন নির্মাণের নকশা মাননীয় মেয়র এর নিকট হস্তান্তর করেন। স্মারকলিপি গ্রহণ করে মেয়র তাঁর ওয়াদা অনুযায়ী দৃষ্টিনন্দন ও স্বাস্থ্যসম্মত পাবলিক টয়লেট নির্মাণ করে দেয়া হবে বলে আইনজীবীদের আশ্বস্থ করেন। এ সময় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

৪ জুলাই ২০১৭ খ্রি.

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পরিপত্র অনুসরন করে বিভিন্ন সরকারী সংস্থা ও দপ্তর কর্তৃক নিজস্ব উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনকে অবগতকরণ এবং ছাড়পত্র গ্রহণের আহবান

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ একটি সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান। এ ছাড়াও নগরীতে সরকারী বিভিন্ন সেবাপ্রদানকারী সংস্থা ও দপ্তর সেবার কাজে নিয়োজিত রয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে স্মারক নং-০৩.০৮২.০৪৮.০১.০১.০১২.২০১৬(অংশ-৪)-৩৫১, তারিখ- ২৭.০৬.২০১৬ খ্রি. মূলে প্রেরিত পরিপত্রে সিটি কর্পোরেশনের সাথে সেবা প্রদানকারী সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট অনান্য সরকারি দপ্তর সমূহের সমন্বয় বিষয়ে বলা হয়েছে- “সিটি কর্পোরেশনের অধিক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত সেবা প্রদানকারী সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সরকারি দপ্তরের প্রধানগণ সিটি কর্পোরেশনের আমন্ত্রণে সভায় যোগদান করতঃ সভায় গৃহীত সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি সিটি কর্পোরেশনকে অবহিত করবেন।” এ পরিপত্রের আলোকে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আলহাজ্ব আ জ ম নাছির উদ্দীন সেবাধর্মী উন্নয়ন কাজের সমন্বয়ের লক্ষ্যে নিয়মিত সমন্বয় সভা আহবান করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে আস্ছেন। প্রতিটি সমন্বয় সভায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সাথে সমন্বয়পূর্বক সকল উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সকল সেবা প্রদানকারী সংস্থা ও অন্যান্য সরকারী দপ্তর সমূহকে বলা হয়ে আসছে। তারপরও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের কাঠামোয় (রাস্তা, ড্রেন, কালভার্ট, ব্রীজ) বিভিন্ন সরকারী সংস্থা কর্তৃক নিজস্ব উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনকে অবগত না করে অসমন্বিত ভাবে উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পাদন করছে। সংস্থাগুলোর সাথে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের কোনরূপ সমন্বয় না থাকায় চলমান উন্নয়ন কার্যক্রমে জলাবদ্ধতা, জনদুর্ভোগসহ নানান সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। এতে সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হচ্ছে। সংস্থাগুলো চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনকে প্রকল্প বিষয়ে পূর্বে অবগত না করানোর ফলে অনেক সময় উন্নয়ন কার্যক্রমে ঙাবৎ ষধঢ়ঢ়রহম হচ্ছে। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় সরকারের যে কোনরূপ উন্নয়ন কার্যক্রম চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনকে অবগতকরণ পূর্বক সম্পাদন করলে চট্টগ্রামকে জনদূর্ভোগহীন পরিকল্পিত নগরে পরিণত করা সম্ভব হবে। তাই চট্টগ্রামকে জনদুর্ভোগ ও

জলাবদ্ধতা মুক্ত করতে চট্টগ্রাম মহানগরীর বিভিন্ন সেবা প্রদানকারী সরকারী সংস্থা নিজস্ব উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহনের পূর্বে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনকে অবগতকরণ এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন থেকে ছাড়পত্র গ্রহণ একান্ত আবশ্যক। এমতাবস্থায়, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের অবকাঠামোয় (রাস্তা, ড্রেন, কালভার্ট, ব্রীজ) বিভিন্ন সরকারী সংস্থা কর্তৃক নিজস্ব উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনকে অবগতকরণ ও ছাড়পত্র গ্রহণের বিষয়ে চট্টগ্রাম মহানগরীর সকল সেবা প্রদানকারী সরকারী সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট অনান্য সরকারি দপ্তর সমূহকে অনুরোধ করা হলো।

৪ জুলাই ২০১৭ খ্রি.

১১নং দক্ষিণ কাট্টলী ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক অসুস্থ মোহাম্মদ আসলাম সওদাগর এর শয্যা পাশে মাননীয় মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন

চট্টগ্রাম নগরীর ১১নং দক্ষিণ কাট্টলী ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক অসুস্থ মোহাম্মদ আসলাম সওদাগরকে ৩ জুলাই ২০১৭ খ্রি. সোমবার দেখতে তার বাসভবনে যান চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ও চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আ জ ম নাছির উদ্দীন। তিনি অসুস্থ এ নেতার বাসভবনে গিয়ে তাঁর শয্যা পাশে কিছু সময় অবস্থান করে চিকিৎসার খোঁজ খবর নেন এবং আল্লাহর দরবারে তার সুস্থ্যতা কামনা করেন। এ সময় চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক নোমান আল মাহমুদ, আওয়ামীলীগ নেতা মোহাম্মদ ইসহাক, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও মহানগর যুবলীগ নেতা সুমন দেবনাথ, পাহাড়তলী থানা আওয়ামীলীগ আইন বিষয়ক সম্পাদক সুজিত দাশ, আওয়ামীলীগ নেতা লায়ন মোহাম্মদ ইলিয়াছ, ছাত্রনেতা মো. ফাহাদ ও প্রান্ত চৌধুরী।

সংবাদদাতা
মো. আবদুর রহিম
জনসংযোগ কর্মকর্তা